

কার্তিকি বৈদিকি দেবতা নন; তিনি পট্টোরাণকি দেবতা

তিনি শিবি ও দুর্গার সন্তান। কার্তিকি বৈদিকি দেবতা নন; তিনি পট্টোরাণকি দেবতা। প্রাচীন ভারতে সর্বত্র কার্তিকি পূজা প্রচলিত ছিল। উত্তর ভারতে ইনি এক প্রাচীন দেবতা রূপে পূজিত হন। কটে তাঁকে বলে স্কন্দ, কটে বলে মুরুগন আবার কটে ডাকে সুব্রহ্মণ্য বলে। তিনি আসলে দেব সনোপতি, যুদ্ধের দেবতা। আমাদের কাছে জনপ্রিয় কার্তিকিয়ে বা কার্তিকি নামে, দেবলোকে যখনই যুদ্ধ হয় সেখানেই কার্তিকির ডাক পড়ে।

পুরাণ অনুসারে হলুদবর্ণের কার্তিকির ছটি মাথা। তাই তাঁর অপর নাম ষড়ানন। যুদ্ধের দেবতা বলে নাকি তাঁর ছটি মাথা। চারদিক থেকে তাঁর লক্ষ্য অবতিল। পাঁচটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক ছাড়াও একাগ্র মন দিয়ে তিনি যুদ্ধ করেন। তাঁর হাতে থাকে বর্শা-তীর-ধনুক।

#আবার পুরান মতে, মানব জীবনের ষড়রপি-কাম (কামনা), ক্রোধ(রাগ),লোভ(লালসা),মদ(অহং), মোহ (আবগে), মাত্সর্য (ঈর্ষা)কে সংবরণ করে দেব সনোপতি কার্তিকি যুদ্ধক্ষেত্রে সदा সজাগ থাকেন। এই ষড়রপি মানুষের জীবনের অগ্রগতির বাধা। তাই জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করতে গেলেও কার্তিকির মত সজাগ ও সচতেন থাকতে হবে।

কার্তিকির বাহন আলস্যবহীন ময়ূর। ময়ূরের পায়ে একটি সাপ অর্থাৎ অহংবোধ ও কামনা বাসনা বলি দিয়ে তিনি যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। ময়ূর অত্যন্ত সজাগ এবং কর্মচঞ্চল পাখী। সৈনিক কার্তিকির সবগুণগুলি সে বহন করে।

কর্ত্তিকা নক্ষত্রে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং ছয় কর্ত্তিকার দ্বারা তিনি পুত্ররূপে গৃহীত ও প্রতাপিত হন বলে তাঁর নাম কার্তিকিয়ে বা কার্তিকি।

অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর মত কার্তিকিও একাধিক নামে অভিহিত হন। যথা – কর্ত্তিকাসুত, আম্বকিয়ে, নমুচি, স্কন্দ, শঙ্খিবজ, অগ্নিজি, বাহুল্যে, ক্রটোঞ্চারতি, শরজ, তারকারি, শক্তিপিণ্ডি, বশিষ্ঠ, ষড়ানন, গুহ, ষান্মাতুর, কুমার, সটোরসনে, দেবসনোপতি ইত্যাদি।

দক্ষিণ ভারতে কার্তিকির পূজা অধিক জনপ্রিয়। তামিল ও মালয়ালম ভাষায় কার্তিকি মুরুগান বা মায়ূরী কন্দসামী নামে এবং কন্দ ও তেলুগু ভাষায় তিনি সুব্রহ্মণ্যম নামে পরিচিত।

তামিল বিশ্বাস অনুযায়ী, মুরুগান তামিলদেশের রক্ষাকর্ত্তা। দক্ষিণ ভারত, সঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ও মরিশাস – যখনই যখনই তামিল জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব বিদ্যমান সেখানেই মুরুগানের পূজা প্রচলিত।

শ্রীলঙ্কার দক্ষিণাংশে কার্তিকিয়ের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত কথারাগম মন্দিরে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই শ্রদ্ধা নব্বিদিন করেন।

দক্ষিণ ভারতে তিনি খুব জনপ্রিয়। সেখানে তার অসংখ্য মন্দির আছে। তবে তামিলনাড়ুর ৬ টি মন্দির খুব পবিত্র।

১। স্বামীমালাই মুরুগান মন্দির

২। পালানী মুরুগান মন্দির

৩। থিরুচেন্দুর মুরুগান মন্দির

৪। থিরুপ্পারামকুমারাম মুরুগান মন্দির

৫।থরিথানি মুরুগান মন্দরি
৬।পাঝামুদরিচোলাই মুরুগান মন্দরি ।
দবেসনোপতি কার্তিকি চরিকুমার হলও
পুরান মতএ,
দবেরাজ ইন্দ্ররে কন্যা দবেসনো তার পত্নী ছিলেন।
(অন্যমতএ লক্ষ্মীরূপিণী ষষ্টি) ।

